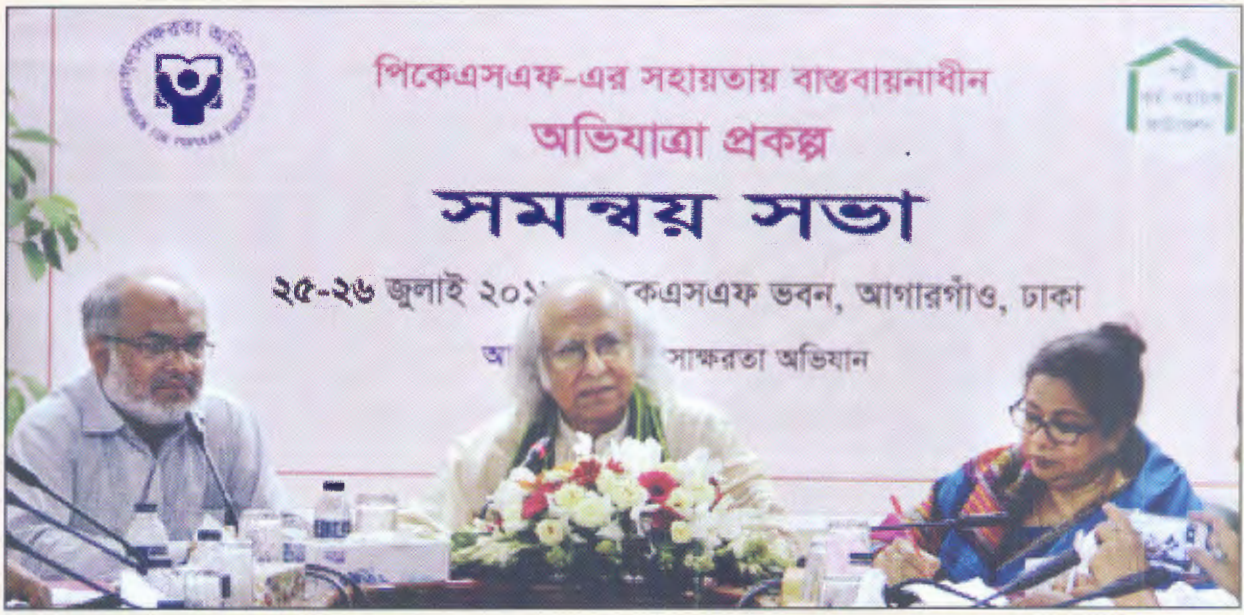

সমন্বয় সভায় প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছেন পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান, পাশে উপবিষ্ট গণসাক্ষরতা অভিযান-এর নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে. চৌধুরী (ডানে), পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অর্থ) গোলাম তৌহিদ (বামে)

'অভিযাত্রা' প্রকল্পের সমন্বয় সভা

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার ভিত গড়তে হবে

- ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ

"তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সহায়তা করার জন্যই 'অভিযাত্রা' প্রকল্পের মাধ্যমে একটি মডেল তৈরির চেষ্টা করা হচ্ছে। আশা করা হচ্ছে, এ প্রকল্পের আউটপুট বা ফলাফলই হবে একটি মডেল। এ মডেলটি 'সমৃদ্ধি' প্রকল্পের সকল কর্মএলাকায় ছড়িয়ে দেওয়া হবে। এ মডেল সফল করতে শিক্ষক, অভিভাবক ও এসএমসি'র মাধ্যমে স্থানীয় জনসম্পৃক্ততা বাড়িয়ে একত্রে কাজ করতে হবে।

মডেল উন্নয়নের ক্ষেত্রে কোথাও সাংস্কৃতিক কাজে জোর দিতে হতে পারে, কোথাওবা মূল্যবোধের উপর বেশি কাজ করা প্রয়োজন হবে, কোথাও শিখনে বেশি জোর দিতে হবে। মূল কথা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার ভিত গড়তে হবে, যাতে শিক্ষার্থীরা প্রথম দিকের শিক্ষা ভুলে না যায় এবং পরবর্তীকালে এ ভিতের উপর দাঁড়িয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। বিদ্যালয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে জাতীয় সংগীত গাইতে হবে, তা না হলে দেশের প্রতি ভালোবাসা তৈরি হবে না। শিক্ষার্থীরা যেন শ্রদ্ধার সঙ্গে জাতীয় সংগীত গায়, জাতীয় পতাকাকে সম্মান প্রদর্শন করে, সে বিষয়ে নজর দিতে হবে। সমাজের ভিত হলো দেশপ্রেম, সততা, মূল্যবোধ, কাজের প্রতি সম্মান- এগুলো সর্বস্তরে বাড়াতে হবে। এর জন্যও প্রচারণা, সচেতনতা বাড়াতে হবে।"

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ ২৫-২৬ জুলাই ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত পিকেএসএফ-এর সহায়তায় গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'অভিযাত্রা' প্রকল্পের সমন্বয় সভার সমাপনী অধিবেশনে প্রধান অতিথির ভাষণে এসব কথা বলেন।

এ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে. চৌধূরী। তিনি বলেন, 'অভিযাত্রা' প্রকল্পের আওতায় গঠিত শিক্ষা উন্নয়ন কমিটির মাধ্যমে তৃতীয়-পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মান উন্নয়ন, ঝরে পড়া রোধ এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধ চর্চার জন্য কাজ করা হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য একটি মডেল উন্নয়ন করাই এ প্রকল্পের লক্ষ্য।

এ অধিবেশনে আরো উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ আবদুল করিম, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অর্থ) গোলাম তৌহিদ-সহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ। পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ আবদুল করিম গণসাক্ষরতা অভিযানকে 'অভিযাত্রা' প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, 'অভিযাত্রা' একটি পাইলট প্রকল্প। 'সমৃদ্ধি'-এর আওতায় গৃহীত শিক্ষা উদ্যোগের পরে আমরা শঙ্কিত ছিলাম এই ভেবে যে, তৃতীয়-পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ুয়া শিক্ষার্থীরা ঝরে পড়ে কিনা। এক্ষেত্রে 'অভিযাত্রা' প্রকল্প আমাদের আশ্বস্ত করেছে। এ প্রকল্পের আওতায় ৩০০টি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার ও শিখনদক্ষতা বাড়বে, একই সঙ্গে মূল্যবোধ, স্যানিটেশন, পরিবেশ ইত্যাদি বিষয়গুলোও উন্নত হবে। আমাদের প্রত্যাশা পিকেএসএফ ও গণসাক্ষরতা অভিযানের প্রচেষ্টায় মাঠপর্যায়ে এ কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।

গণসাক্ষরতা অভিযানের উপ-পরিচালক তপন কুমার দাশের সভাপতিত্বে ২৫ জুন ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত এ সমন্বয় সভার উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রধান অতিথি ছিলেন এনজিও বিষয়ক ব্যুরো'র মহাপরিচালক কে. এম. আব্দুস সালাম। এছাড়াও উপর্যুক্ত অধিবেশনে পিকেএসএফ-এর জেনারেল ম্যানেজার

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ আবদুল করিম বক্তব্য রাখছেন

এনজিও বিষয়ক ব্যুরো'র মহাপরিচালক কে. এম. আব্দুস সালাম (বামে) বক্তব্য রাখছেন

পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অর্থ) গোলাম তৌহিদ বক্তব্য রাখছেন

(প্রোগ্রাম) রফিকুল ইসলাম, ডেপুটি ম্যানেজার মোঃ আবুল বাশার, প্রকল্প কর্মকর্তা মোঃ গোলাম রাব্বানী-সহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রধান অতিথি কে. এম. আব্দুস সালাম এ প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য পিকেএসএফ-কে ধন্যবাদ জানান। একই সঙ্গে তিনি সারা দেশে এ কার্যক্রম সম্প্রসারণের অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, আমাদের ধারণা ৬ মাসের মধ্যে একটি শিক্ষা কার্যক্রম কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করতে পারে না। তিনি এ প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্যও মতামত ব্যক্ত করেন। পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অর্থ) গোলাম তৌহিদ বলেন, দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য পিকেএসএফ ক্ষুদ্র ঋণ দিয়ে থাকে। কিন্তু শুধুমাত্র ক্ষুদ্রঋণ দিয়ে দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব নয়। দারিদ্র্য বিমোচন করতে হলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দুর্যোগ মোকাবেলা, কৃষিকাজ সম্পর্কেও জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োজন। বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমরা মনে করছি, জীবনের সকল ক্ষেত্রে শিক্ষার প্রয়োজন। শিক্ষা ছাড়া মানুষের জীবনের উন্নয়ন সম্ভব নয়।

সভাটি 'অভিযাত্রা' প্রকল্প মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নকারী স্থানীয় সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়ে আয়োজন করা হয়। সভায় স্থানীয় সহযোগী সংস্থার 'অভিযাত্রা' প্রকল্পের ফোকাল পার্সন এবং ২১টি ইউনিয়নের প্রকল্প কর্মকর্তাসহ ৬৫ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। গণসাক্ষরতা অভিযানের পরিচালক তাসনীম আতহার, উপ-পরিচালক কে. এম. এনামুল হক, ব্যবস্থাপক (অর্থ ও প্রশাসন) প্রদীপ কুমার সেন-সহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ সমন্বয় সভার সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্প কার্যক্রমের অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ, বেইসলাইন জরিপ, আর্থিক বিষয়াদি, বিদ্যালয়ভিত্তিক কারিগরি সহায়তা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয় এবং পরবর্তী করণীয় সম্পর্কিত পরিকল্পনা এ সভায় চূড়ান্ত করা হয়।

আবু রেজা

পিকেএসএফ প্রতিনিধি অধ্যাপক শফি আহমেদ-এর 'অভিযাত্রা' প্রকল্প পরিদর্শন

গণসাক্ষরতা অভিযান পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর সহায়তায় 'অভিযাত্রা' প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৫-১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে পিকেএসএফ-এর সিনিয়র এডিটোরিয়াল এডভাইজার অধ্যাপক শফি আহমেদ এই প্রকল্প কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। তিনি মেহেরপুর এবং খুলনা জেলার ৬টি ইউনিয়নে (কুতুবপুর, আমঝুপি, মোনাখালী, শরাফপুর, ভাণ্ডারপাড়া ও জলমা) 'অভিযাত্রা' প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি শিক্ষা উন্নয়ন কমিটি, শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক, এমএসসি, পিটিএ এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা এবং ইউনিয়নের চেয়ারম্যানসহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। পরিদর্শনকালে অধ্যাপক শফি আহমেদ পরীক্ষায় ভালো নম্বর পাওয়ার চেয়ে ভালো মানুষ হওয়ার প্রতি অধিক গুরুত্ব দেওয়ার বিষয়ে আলোকপাত করেন। মা সমাবেশে মায়েদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, সারা দেশে এমন মা থাকলে সোনার বাংলাদেশ গড়তে বেশি সময় লাগবে না। শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে বলেন, গতানুগতিকতার বাইরে এসে সত্যিকার অর্থেই সৃজনশীল পদ্ধতিতে পাঠ পরিচালনা করতে হবে। শিক্ষার্থীদের বই মুখস্থ করার পরিবর্তে যৌক্তিক ও বোধগম্যভাবে শেখার আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসার জন্য তিনি শিক্ষা উন্নয়ন কমিটির সভাপতি ও সদস্যদের ধন্যবাদ জানান। গণসাক্ষরতা অভিযানের উর্ধ্বতন উপ-কার্যক্রম ব্যবস্থাপক সাকিবা খাতুন এ পরিদর্শনে অংশ নেন।

১৫-১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে পরিদর্শক দল মেহেরপুর জেলার ৪টি বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। বিদ্যালয়গুলো হচ্ছে ১. নিশ্চিন্তপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কুতুবপুর, ২. গন্ধরাজপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, আমঝুপি, ৩. রামনগর দক্ষিণপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়,

পিকেএসএফ-এর সিনিয়র এডিটোরিয়াল এডভাইজার অধ্যাপক শফি আহমেদ বক্তব্য রাখছেন

মোনাখালী ও ৪. রামনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মোনাখালী। পরিদর্শক দল কুতুবপুর, আমঝুপি এবং মোনাখালী ইউনিয়ন শিক্ষা উন্নয়ন কমিটির সঙ্গে মতবিনিময় সভায় অংশ নেন। এছাড়াও দলটি মোনাখালী ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসনের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

১৭-১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে পরিদর্শক দল খুলনা জেলার ৪টি বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। বিদ্যালয়গুলো হচ্ছে ১. আকড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শরাফপুর, ২. উত্তরপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শরাফপুর ৩. বাঙ্কা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ভাণ্ডারপাড়া এবং ৪. গুপ্তামারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, জলমা। পরিদর্শক দল শরাফপুর এবং ভাণ্ডারপাড়া ইউনিয়ন শিক্ষা উন্নয়ন কমিটির সঙ্গে মতবিনিময় সভায় অংশ নেন। এছাড়াও দলটি জলমা ইউনিয়নের গুপ্তামারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মা সমাবেশে মায়েদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

সাকিবা খাতুন

'অভিযাত্রা' প্রকল্পের কিছু উল্লেখযোগ্য অর্জন ও চ্যালেঞ্জ

মে-সেপ্টেম্বর ২০১৮

গণসাক্ষরতা অভিযান পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিএকএসএফ)-এর সহায়তায় শিক্ষা নিয়ে কর্মরত ১৭টি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে মাঠপর্যায়ে ২১টি ইউনিয়নে 'অভিযাত্রা' প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয়-পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মান বৃদ্ধি, শিক্ষার্থীদের মধ্যে মূল্যবোধ ও দেশপ্রেম জাগ্রত করে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা এবং সর্বোপরি প্রকল্প এলাকার সব শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয়ে নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে পরীক্ষামূলকভাবে গৃহীত হয়েছে এই প্রকল্প। এই প্রকল্পের কার্যক্রমের ফলে ১২টি জেলার ২১টি ইউনিয়নের ৩০০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২৫ হাজার শিক্ষার্থী উপকৃত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

এ প্রকল্পের আওতায় মাঠপর্যায়ে সে-সব কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে: শিক্ষা উন্নয়ন কমিটি গঠন, ওরিয়েন্টেশন ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, বেইসলাইন সার্ভে, উপজেলা শিক্ষা প্রশাসনের সঙ্গে শিক্ষা উন্নয়ন কমিটির সভা, মা/অভিভাবক সমাবেশ, এসএমসি'র সঙ্গে শিক্ষা উন্নয়ন কমিটি ও অভিভাবকদের মতবিনিময়, শিক্ষা উন্নয়ন কমিটির দ্বি-মাসিক সভা, কর্মকেন্দ্রিক ও আনন্দদায়ক শিক্ষা বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন, সামাজিক নিরীক্ষা কমিটির ওরিয়েন্টেশন, ভিজিটেশন প্রোগ্রাম, শিখনদক্ষতা পরিমাপক অভীক্ষা ইত্যাদি। সংশ্লিষ্ট এলাকায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় তথা প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে এসব কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ সংক্রান্ত আরো কিছু কার্যক্রম বাস্তবায়নের অপেক্ষায় রয়েছে।

এসব কার্যক্রম বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নে কাজ করছে গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা, পরিবার উন্নয়ন সংস্থা, আশ্রয় ফাউন্ডেশন, উন্নয়ন, মানব উন্নয়ন কেন্দ্র, দারিদ্র্য বিমোচন সংস্থা, পলাশীপাড়া সমাজকল্যাণ সংস্থা, এসেড, এনডেভার, হীড বাংলাদেশ, এনডিপি, ইউডিপিএস, আইডিএফ, ইপসা, বেডো, সেরা ও গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র।

উপর্যুক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে মে-সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রকল্পের অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও সুপারিশ নিচে উপস্থাপিত হলো:

আমঝুপি ইউনিয়ন, মেহেরপুর সদর

- ২৭টি বিদ্যালয়ে বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে।
- ২৪টি বিদ্যালয়ে ফুলের বাগান তৈরি করা হয়েছে।
- ১৮টি বিদ্যালয়ে ৫৪টি দেয়াল পত্রিকা তৈরি করা হয়েছে।
- শিক্ষা উন্নয়ন কমিটির সহযোগিতায় ময়ামারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫টি চেয়ার বিতরণ করা হয়েছে।
- দফরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এসএমসি, অভিভাবক ও শিক্ষা উন্নয়ন কমিটি ১০ হাজার টাকা সংগ্রহ করে বাগান ও লোহার বেড়া তৈরি করেছে।
- গন্ধরাজপুরপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মা সমাবেশে উপস্থিত মায়েরা চারটি ফ্যান ক্রয়ের জন্য ৬ হাজার টাকা সংগ্রহ ও ২ জন প্যারা-শিক্ষক নিয়োগ করেছেন।
- ইসলামনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্থানীয়ভাবে ৫ হাজার টাকা সংগ্রহ করে ফুলের বাগান ও বেড়ার কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
- ২৭টি বিদ্যালয়ে দৈনিক সমাবেশে আয়োজন এবং জীবনদক্ষতা ও মূলবোধভিত্তিক বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হচ্ছে ।
- ৬টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণির পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের নিয়ে নৈশকালীন ক্লাস চালু হয়েছে।
- ২৫টি বিদ্যালয়ে জাতীয় সংগীত পরিবেশন ও শপথ পাঠকারীদের ১০০টি উত্তরীয় ও ব্যাচ প্রদান করা হয়েছে।
- ২২টি বিদ্যালয়ে মনীষীদের বাণী, শ্লোগান ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক তথ্য দিয়ে দেয়াললিখন করা হয়েছে।
- ১০টি বিদ্যালয়ে সততা স্টোর এবং ১১টি বিদ্যালয়ে রিডিং কর্নার স্থাপন করা হয়েছে।
- ২২টি বিদ্যালয়ে প্রতি সপ্তাহে সাংস্কৃতিক চর্চা করা হচ্ছে।
- ১৮টি বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের তৈরি উপকরণ, আঁকা ছবি দিয়ে শ্রেণিকক্ষ সজ্জিত করা হয়েছে।

শরাফপুর ইউনিয়ন, ডুমুরিয়া, খুলনা

- নিয়মিত মা সমাবেশ করার ফলে সন্তানদের লেখাপড়া সর্বোপরি নৈতিকতা ও মানবিক বিকাশ জোরদার হচ্ছে।
- ৪টি বিদ্যালয়ে মা সমাবেশে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের প্রথম পাঁচজনকে পুরস্কৃত করা হয়েছে।
- শিক্ষা উন্নয়ন কমিটি নিয়মিত বিদ্যালয় পরিদর্শন এবং বিদ্যমান সমস্যা সমধানে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন।
- আকড়া, উত্তর কালিকাপুর এবং বানিয়াখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সততা স্টোর চালু হয়েছে।
- আকড়া, টাউন শরাফপুর ও উত্তর কালিকাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মহানুভবতার দেয়াল তৈরি হয়েছে।
- ১২টি বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য কর্নার ও 'নিজেকে দেখি কর্নার' এবং ৬টি বিদ্যালয়ে খেলাধুলার কর্নার তৈরি হয়েছে।
- ১২টি বিদ্যালয়ে দেয়াল পত্রিকা তৈরি হয়েছে এবং ৬টি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা লাইব্রেরিতে পড়ার সুযোগ পাচ্ছে।
- উত্তর কালিকাপুর ও ডবডবিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গেট

শিক্ষার্থীদের তৈরি উপকরণ, চান্দাইকোনা ইউনিয়ন, সিরাজগঞ্জ

সততার স্টোর, আসলামপুর ইউনিয়ন, ভোলা

জাতীয় শোকদিবস পালন, কুতুবপুর ইউনিয়ন, মেহেরপুর

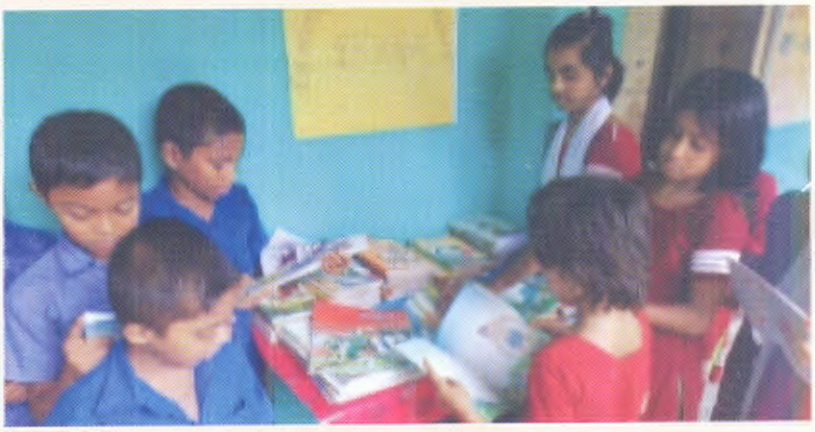

বুক কর্নার, শরাফপুর ইউনিয়ন, খুলনা

নির্মাণ কাজ চলমান এবং আকড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গেট নির্মাণের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে।

- ১৩টি বিদ্যালয়ে দুই হাজার গাছের চারা বিতরণ করা হয়েছে।
- কালিকাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ল্যাট্রিন তৈরি, সেনপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নতুন শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ এবং উত্তর কালিকাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাকা দাবার ছক ও বাংলাদেশের মানচিত্র স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।
- ডবডবিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট করা হয়েছে।

কুতুবপুর ইউনিয়ন, মেহেরপুর সদর

- নিয়মিত হোম ভিজিটের ফলে এ পর্যন্ত ঝরে পড়া ২২ জন শিশুর মধ্যে ৭ জনকে বিদ্যালয়ে আনা সম্ভব হয়েছে।
- ২০টি বিদ্যালয়ে নিয়মিত শিক্ষার্থী সমাবেশ আয়োজন এবং জীবনদক্ষতা ও মূল্যবোধভিত্তিক বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে।
- ১০টি বিদ্যালয়ে শিক্ষকগণ নিয়মিত আনন্দদায়ক ও কর্মকেন্দ্রিক শিখন পদ্ধতিতে পাঠদান করছেন।
- ২১টি বিদ্যালয়ে ১৩০টি শোভাবর্ধক গাছ, ফলদ ও বনজবৃক্ষ রোপণ করা হয়েছে।
- ৫টি বিদ্যালয়ে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের বিশেষ ক্লাসের মাধ্যমে পাঠদান শুরু হয়েছে।
- মা সভার মাধ্যমে কালিগাংনী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চারটি সিলিং ফ্যান ক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- ২১টি বিদ্যালয়ে ৬৩টি দেয়াল পত্রিকা তৈরির কাজ চলছে। ইতোমধ্যে ৫টি বিদ্যালয়ে ১৫টি দেয়াল পত্রিকা তৈরি হয়েছে।
- ৫টি বিদ্যালয়ে আয়না, চিরুনি, নেইল কাটার ও সমৃদ্ধি কর্মসূচির ন্যায় হ্যান্ড ওয়াশ প্রোগ্রাম চালু করা হয়েছে।
- ১৫টি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের তৈরি উপকরণ ও ৬টি বিদ্যালয়ে আঁকা ছবি প্রদর্শিত হচ্ছে।
- ১৯টি বিদ্যালয়ে সপ্তাহে একদিন শিক্ষার্থীদের নিয়ে খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক চর্চা চলমান রয়েছে।
- শিক্ষা উন্নয়ন কমিটির সদস্য ও ইউপি সদস্যদের পক্ষ থেকে ১৭টি বিদ্যালয়ে খেলার সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।
- ৬টি বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দ্বারা নিয়মিত ছবি আঁকানো ও অঙ্কিত ছবি প্রদর্শন করা হয়।
- ২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লস্ট এন্ড ফাউন্ড কর্নার তৈরি ও ৪টি বিদ্যালয়ে 'মহানুভবতার দেয়াল' চালু করা হয়েছে।
- ৩টি বিদ্যালয়ে দেশপ্রেমমূলক লেখা এবং ১৫টি বিদ্যালয়ে দেশাত্মবোধক গান চর্চা করা হচ্ছে।

তেঘরিয়া ইউনিয়ন, হবিগঞ্জ সদর

- বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন এবং বিদ্যালয় সবুজায়ন কর্মসূচির আওতায় ১৩টি বিদ্যালয়ে ২৫ হাজার চারা বিতরণ করা হয়েছে।
- শিখনদক্ষতা পরিমাপক অভীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে ৪টি বিদ্যালয়ে।
- ইতিহাস-ঐতিহ্য, জীবনদক্ষতা, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ বিষয়ক আলোচনা কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে ৩টি বিদ্যালয়ে।
- ১৩টি বিদ্যালয়ে শপথবাক্য পাঠে নেতৃত্বদানকারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে ১৩টি ব্যাচ এবং জাতীয় সংগীত পরিবেশনে নেতৃত্বদানকারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৩৯টি ব্যাচ প্রদান করা হয়েছে ।
- ৬টি বিদ্যালয়ে রিডিং কর্নার স্থাপন করা হয়েছে।
- স্বাস্থ্যকর অভ্যাস চর্চার জন্য ১৩টি বিদ্যালয়ে ১ সেট করে আয়না, চিরুনি, নেইল কাটার ও দাঁতের মাজন দেওয়া হয়েছে।
- বিদ্যালসমূহে শিখন-ব্যানার প্রদান করা হয়েছে।

জোতবানী ইউনিয়ন, বিরামপুর, দিনাজপুর

- ২২টি বিদ্যালয়ে নিয়মিত এসেম্বলি হয় এবং প্রতিদিন একটি করে নীতিবাক্য, দেশপ্রেম ও মূল্যবোধ বিষয়ক আলোচনা হয়।
- ১৮টি বিদ্যালয়ে ময়লা রাখার ঝুড়ি স্থাপন করা হয়েছে।
- ৬টি বিদ্যালয়ের মাঠে ফুলবাগান তৈরি করা হয়েছে এবং ৬টি বিদ্যালয়ে বাগান তৈরির কাজ চলমান।
- ৬টি বিদ্যালয়ে ১২টি দেয়াল পত্রিকা তৈরি ও প্রদর্শন করা হচ্ছে।
- ১৮টি বিদ্যালয়ে মতামত/পরামর্শ বক্স স্থাপন করা হয়েছে।
- বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের হাতের কাজ প্রদর্শন করা হয়েছে।
- ১৬টি বিদ্যালয়ে আসনবিন্যাস পরিবর্তন করা হয়েছে।
- ২২টি বিদ্যালয়ে সততা স্টোর স্থাপন করা হয়েছে।
- পাঠদানের পাশাপাশি সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম বাস্তবায়নে শিক্ষকগণ আরো বেশি উদ্বুদ্ধ ও সক্রিয় হয়েছেন।

চাঁচড়া ইউনিয়ন, তজুমদ্দিন, ভোলা

- ১৩টি বিদ্যালয়ে বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে।
- ৫টি বিদ্যালয়ে টিফিন বক্স ও পানির জার বিতরণ করা হয়েছে।
- সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যান দুইটি বিদ্যালয়ে বেঞ্চ দিয়েছেন।
- ৫টি বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষ সজ্জিত করা হয়েছে।
- ৫টি বিদ্যালয়ে ৮০% শিক্ষার্থীর স্কুল ড্রেস পরিধান নিশ্চিত হয়েছে এবং ৮টি বিদ্যালয় এক মাসের মধ্যে শতভাগ শিক্ষার্থীর স্কুল ড্রেস পরিধান নিশ্চিত করার অঙ্গীকার করেছে।
- বিদ্যালয়ভিত্তিক কমিটিগুলো সক্রিয় হচ্ছে।
- বিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের উপস্থিতি বেড়েছে।
- সকল বিদ্যালয়ে সততা স্টোর চালু করা হয়েছে।
- সকল বিদ্যালয়ে দৈনিক সমাবেশ আয়োজন এবং দেশপ্রেম, মূলবোধ ও জীবন দক্ষতাভিত্তিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

গঙ্গাপুর ইউনিয়ন, বোরহানউদ্দিন, ভোলা

- ৪টি বিদ্যালয়ে টিফিন বক্স ও ২টি বিদ্যালয়ে নিরাপদ পানির জন্য ফিল্টার বিতরণ করা হয়েছে।

বিদ্যালয়ে বাগান, জোতবানী ইউনিয়ন, দিনাজপুর

স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা, তেঘরিয়া ইউনিয়ন, হবিগঞ্জ

- সকল বিদ্যালয়ে ক্রীড়া-সাংস্কৃতিক চর্চায় সহায়তা দেওয়া, সততার স্টোর চালু ও শ্রেণিকক্ষ সজ্জিত করা হয়েছে।
- ৯টি বিদ্যালয়ে বৃক্ষ ও ফুলের চারা রোপণ করা হয়েছে।
- ৪টি বিদ্যালয়ে ৭০% স্কুল ড্রেস নিশ্চিত করা এবং সকল বিদ্যালয়ে ১০ সেট করে স্কুল ড্রেস তৈরি করে দেওয়া হয়েছে।
- সকল বিদ্যালয়ে দৈনিক সমাবেশে শপথপাঠ ও জাতীয় সংগীত পরিবেশন এবং জীবন দক্ষতাভিত্তিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
- বিদ্যালয়ভিত্তিক সকল কমিটি অনেক সক্রিয় হয়েছে।
- সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের উপস্থিতি বেড়েছে।

বোয়ালিয়া ইউনিয়ন, নওগাঁ সদর

- শিক্ষা উন্নয়ন কমিটি কর্তৃক আড়পাড়া মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করা হয়েছে।
- সকল বিদ্যালয়ে শ্রেণিভিত্তিক লাইব্রেরি স্থাপনের জন্যে প্লাস্টিকের সেলফ ক্রয় ও বিতরণ করা হয়েছে।
- দেয়াল পত্রিকা তৈরি ও বিদ্যালয় সুসজ্জিত করার জন্যে আর্ট পেপার, রং পেন্সিল, গ্লুস্টিক, কাঁচি ক্রয় ও বিতরণ করা হয়েছে।
- সকল বিদ্যালয়ে বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে।
- এসএমসি, শিক্ষা উন্নয়ন কমিটি, ইউনিয়ন এডুকেশন স্ট্যান্ডিং কমিটি, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাদের নিয়ে মিটিং ও মা সমাবেশ আয়োজন করা হয়েছে।

বিরিশিরি ইউনিয়ন, দুর্গাপুর, নেত্রকোনা

- কর্মকেন্দ্রিক ও আনন্দদায়ক প্রশিক্ষণের ফলে চৈতাটি, পলাশকান্দি, গাভীনা, নওয়াপাড়া ও শিরবির সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আনন্দদায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো নিয়মিত দেয়ালিকা প্রকাশ করা।
- বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন উপলক্ষে সাগরদিঘিরপাড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে।
- শিক্ষা উন্নয়ন কমিটির সদস্যদের উদ্যোগে এসএমসি ও পিটিএ সভা নিয়মিত আয়োজন করা হচ্ছে।
- খালিশাপাড়া ও গাভীনা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সততা স্টোর চালু হয়েছে।
- ৭টি বিদ্যালয়ে দেয়ালিকা তৈরি ও এজন্য বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে।

মোনাখালী ইউনিয়ন, মুজিবনগর, মেহেরপুর

- ৭টি বিদ্যালয়ে নিয়মিত দৈনিক সমাবেশ হচ্ছে। সমাবেশে জাতীয় সংগীত পরিবেশনসহ বিভিন্ন বিষয়ে নিয়মিত আলোচনা হচ্ছে।
- ২৯ জন ঝরে পড়া শিশুর মধ্যে ১৪ জন শিশুকে স্কুলমুখী করা সম্ভব হয়েছে।
- ৭টি বিদ্যালয়ের শিশুদের মধ্যে ৯১৮টি চারা প্রদান করা হয়েছে।
- বিশ্বনাথপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩টি ফুলের বাগান তৈরি হয়েছে।
- শিবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মনীষীদের ছবি টাঙানো এবং মনীষীদের সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধারণা প্রদান করা হচ্ছে।
- ৭টি বিদ্যালয়ে লস্ট এন্ড ফাউন্ড কর্নার স্থাপন করা হয়েছে।
- মোনাখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ফুলের বাগানের সঙ্গে নতুন করে ফলের বাগান তৈরি করা হয়েছে।
- ৭টি বিদ্যালয়ে শিশুদের মধ্যে নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধ জাগ্রত হচ্ছে এবং এ বিষয়ে তাদেরকে নিয়মিত ধারণা প্রদান করা হচ্ছে।

ঝাঐল ইউনিয়ন, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ ও চাকলা ইউনিয়ন, বেড়া, পাবনা

- জেলা ও উপজেলা শিক্ষা অফিসারকে প্রকল্প কাজের সঙ্গে জড়িত করার ফলে তাঁদের সহায়তা পাওয়া যাচ্ছে।
- 'আনন্দদায়ক ও কর্মকেন্দ্রিক পাঠদান' বিষয়ক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকদের মাঝে নতুন চিন্তা-চেতনা সৃষ্টি হয়েছে।
- ইডিসি কমিটি গঠনের ফলে বিদ্যালয়ের সার্বিক কার্যক্রমে কমিউনিটির সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ২টি ইউনিয়নে ২০টি বিদ্যালয়ে দুই হাজার গাছের চারা রোপণ করা হয়েছে।
- ২টি বিদ্যালয়ে ৪ জন প্যারা-শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
- ২৬টি বিদ্যালয়ে সততা স্টোর তৈরি করা হয়েছে।
- ২৫টি বিদ্যালয়ে মহানুভবতার কর্নার, দেয়াল পত্রিকা, হারানো-প্রাপ্তি কর্নার স্থাপন ও শিক্ষার্থীদের তৈরি উপকরণ দিয়ে শ্রেণিকক্ষ সজ্জিত করা হয়েছে।
- এসএমসি বিদ্যালয়ে নিয়মিত ফলোআপ করছে এবং শিক্ষকদের মধ্যে বাড়ি পরিদর্শনের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- বিদ্যালয় কার্যক্রম চলাকালীন আশেপাশের দোকানগুলো টিভি ও সাউন্ডবক্স উচ্চস্বরে বাজানো থেকে বিরত থাকছে।

আসলামপুর ইউনিয়ন, চরফ্যাশন, ভোলা

- বিদ্যালয়সমূহে উপকরণ বিতরণ ও বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে।
- ১২টি বিদ্যালয়ে ফলোআপ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
- ৫টি বিদ্যালয়ে সততা স্টোর স্থাপন করা হয়েছে।
- ১২টি বিদ্যালয়ে লস্ট এন্ড ফাউন্ড কর্নার তৈরি করা হয়েছে।
- ৩টি বিদ্যালয়ে জাতীয় শোকদিবস পালন করা হয়েছে।
- ৩টি বিদ্যালয়ে বাগান তৈরি করা হয়েছে।
- শতকরা ৮০ ভাগ শিক্ষার্থীর স্কুল ড্রেস পরিধান নিশ্চিত হয়েছে।

করগাঁও ইউনিয়ন, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ

- সকল বিদ্যালয়ে নিয়মিত এসেম্বলি অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
- ৬টি বিদ্যালয়ে ৭১০টি বৃক্ষ, ১৫০টি ফুলগাছ রোপণ করা হয়েছে।
- ৬টি বিদ্যালয়ে ফুলের বাগান করা হয়েছে।
- ৪টি বিদ্যালয়ে লস্ট এন্ড ফাউন্ড কর্নার স্থাপন করা হয়েছে।

শিক্ষার্থী সমাবেশে জাতীয় পতাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শন, চাঁচড়া ইউনিয়ন, ভোলা

বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ, করগাঁও ইউনিয়ন, হবিগঞ্জ

- ২টি বিদ্যালয়ে সততা স্টোর স্থাপন করা হয়েছে।
- ৪টি বিদ্যালয়ে মহানুভবতার দেয়াল স্থাপন করা হয়েছে।
- ৭টি শ্রেণিকক্ষে পাঠাগার স্থাপন করা হয়েছে।
- ১০টি বিদ্যালয়ে ২০টি দেয়াল পত্রিকা তৈরি করা হয়েছে।
- ৩টি বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য কর্নার স্থাপন করা হয়েছে।
- ৫টি বিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক দল গঠন করা হয়েছে।

চান্দাইকোনা ইউনিয়ন, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ

- ১৩টি বিদ্যালয়ে মা সমাবেশে তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত মেধা তালিকায় প্রথম তিনজন ছাত্র-ছাত্রীকে পুরস্কৃত করা হয়েছে।
- ১৩টি বিদ্যালয়ে সততা স্টোর চালু হয়েছে।
- ১০টি বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য কর্নার তৈরি হয়েছে।
- ১০টি বিদ্যালয়ে 'নিজেকে দেখি' কর্নার তৈরি হয়েছে।
- ৮টি বিদ্যালয়ে খেলাধুলার কর্নার তৈরি হয়েছে।
- ৯টি বিদ্যালয়ে দেয়াল পত্রিকা তৈরি হয়েছে।
- ৫টি বিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে শিক্ষার্থীরা পড়ার সুযোগ পাচ্ছে।
- ৪টি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী সমাবেশ নিয়মিত করা হয়েছে।

জলমা ইউনিয়ন, বটিয়াঘাটা, খুলনা

- সকল বিদ্যালয়ে কর্মকেন্দ্রিক ও আনন্দদায়ক পদ্ধতিতে পাঠদান করা হচ্ছে।
- ২১টি বিদ্যালয়ে নিয়মিতভাবে শিক্ষার্থী সমাবেশ আয়োজন এবং জীবনদক্ষতাভিত্তিক বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।
- সকল বিদ্যালয়ে বিশ্ব পরিবেশ দিবসে বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে।
- ৬টি বিদ্যালয় নিয়ে জাতীয় শোকদিবস পালন করা হয়েছে।
- ২১টি বিদ্যালয়ে দেয়াল পত্রিকা তৈরি করা হয়েছে।
- ২১টি বিদ্যালয়ে আয়না, চিরুনি, নেইল কাটার প্রদান করা হয়েছে।
- ২১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 'মহানুভবতার দেয়াল' তৈরি হয়েছে।
- ১০টি বিদ্যালয়ে বাগান তৈরি ও হেলথ কর্নার স্থাপন করা হয়েছে।
- বিদ্যালয়গুলো মনীষীদের ছবি দিয়ে সুসজ্জিত করা হয়েছে।
- ১২টি বিদ্যালয়ে 'হারানো ও প্রাপ্তি' কর্নার স্থাপন করা হয়েছে।
- শিক্ষক, শিক্ষা উন্নয়ন কমিটি, শিক্ষা কর্মকর্তাদের নিয়ে আড়পাড়া মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করার ফলে তারা নিজ এলাকায় অনুরূপ মডেল তৈরির জন্য কাজ করছেন।
- ২১টি বিদ্যালয়ে অভিভাবক/মা সমাবেশ আয়োজনের ফলে সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে।
- বিদ্যালয়গুলোতে সাংস্কৃতিক চর্চা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং শিক্ষার্থীদের হাতের কাজ প্রদর্শন করা হচ্ছে।
- ২ জন শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয়ে নিয়মিত করা সম্ভব হয়েছে।

ভাণ্ডারপাড়া ইউনিয়ন, ডুমুরিয়া, খুলনা

- ১৭টি বিদ্যালয়ে নিয়মিতভাবে শিক্ষার্থী সমাবেশের আয়োজন এবং বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।
- বিদ্যালয়গুলোতে সাংস্কৃতিক চর্চা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- সকল বিদ্যালয়ে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে বৃক্ষরোপণ এবং ১১টি বিদ্যালয়ে বাগান তৈরি করা হয়েছে।
- ৫টি বিদ্যালয়ে জাতীয় শোকদিবস পালন করা হয়েছে।
- ১৭টি বিদ্যালয়ে দেয়াল পত্রিকা তৈরি এবং ১০টি বিদ্যালয়ে 'মহানুভবতার দেয়াল' তৈরি হয়েছে।
- ১৭টি বিদ্যালয়ে আয়না, চিরুনি ও নেইল কাটার প্রদান করা হয়েছে।
- ১০টি বিদ্যালয়ে হেলথ কর্নার স্থাপন করা হয়েছে।
- বিদ্যালয়গুলো মনীষীদের ছবি দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছে এবং শিক্ষার্থীদের হাতের কাজ প্রদর্শন করা হচ্ছে।
- ১০টি বিদ্যালয়ে 'হারানো ও প্রাপ্তি কর্নার' স্থাপন করা হয়েছে।
- শিক্ষক, শিক্ষা উন্নয়ন কমিটি, শিক্ষা কর্মকর্তাদের নিয়ে আড়পাড়া মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করার ফলে তারা নিজ এলাকায় অনুরূপ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করছেন।
- ১৭টি বিদ্যালয়ে অভিভাবক/মা সমাবেশ আয়োজনের ফলে সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে।
- 'কর্মকেন্দ্রিক ও আনন্দদায়ক শিক্ষা' বিষয়ক প্রশিক্ষণের ফলে কর্মকেন্দ্রিক ও আনন্দময় পরিবেশে পাঠদান করা হচ্ছে।
- শিক্ষা উন্নয়ন কমিটি ও এলাকাবাসীর সহযোগিতায় পেড়িখালী বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী রতনকে বিদ্যালয়ে নিয়মিত করা গেছে।

আদমপুর ইউনিয়ন, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার

- শিক্ষা উন্নয়ন কমিটি নিয়মিত বিদ্যালয় পরিদর্শন এবং বিদ্যালয়সমূহের সমস্যা সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন।
- ৩টি বিদ্যালয়ে 'মহানুভবতার দেয়াল' তৈরি এবং ৬টি বিদ্যালয়ে খেলাধুলার কর্নার তৈরি হয়েছে।
- ৪টি বিদ্যালয়ে 'নিজেকে দেখি' ও 'স্বাস্থ্য কর্নার' তৈরি হয়েছে।
- ২০টি বিদ্যালয়ে দেয়াল পত্রিকা তৈরি হয়েছে।
- ১১টি বিদ্যালয়ে শিক্ষা উপকরণ কর্নার চালু হয়েছে।
- ২০জন ঝরেপড়া শিশুর মধ্যে ১২জনকে বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে।
- ২০টি বিদ্যালয়ে নিয়মিত শিক্ষার্থী সমাবেশ আয়োজন এবং বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ১০টি বিদ্যালয়ে শিক্ষকগণ নিয়মিত আনন্দদায়ক ও কর্মকেন্দ্রিক শিখন পদ্ধতিতে পাঠদান করছেন।
- ৪টি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের দ্বারা নিয়মিত ছবি আঁকার চর্চা হচ্ছে।
- ১০টি বিদ্যালয়ে দেশাত্মবোধক গান চর্চা করা হচ্ছে।

আঁকা ছবি দেওয়ালে টাঙানো, বিরিশিরি ইউনিয়ন, নেত্রকোনা

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দেয়ালিকা, বোয়ালিয়া ইউনিয়ন, নওগাঁ

- ৫টি বিদ্যালয়ে লস্ট এন্ড ফাউন্ড কর্নার তৈরি করা হয়েছে।
- ৫টি বিদ্যালয়ে দলগতভাবে ও আসন বিন্যাস পরিবর্তন করে পাঠদান করা হয়।

পাঁচগাঁও ইউনিয়ন, রাজনগর, মৌলভীবাজার

- ১৭টি বিদ্যালয়ে বৃক্ষরোপণ এবং ১২ বিদ্যালয়ে ফুলের বাগান তৈরি করা হয়েছে।
- ১৬টি বিদ্যালয়ে দেয়াল পত্রিকা, ১১টি বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য কর্নার, ১৭টি সততার বাক্স তৈরি করা হয়েছে।
- সব বিদ্যালয়ে ১টি করে লাইব্রেরি তৈরি এবং ১১টি বিদ্যালয়ে রিডিং কর্নার স্থাপন করা হয়েছে।
- ৬টি বিদ্যালয়ে ফুলের বাগানে বেড়া তৈরি করা হয়েছে।
- ৫টি বিদ্যালয়ে ৫জন প্যারা-শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে।
- ১৬টি বিদ্যালয়ে নিয়মিত শিক্ষার্থী সমাবেশ এবং সমাবেশে জীবন দক্ষতাভিত্তিক বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।
- ১০টি বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণির পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের আলাদা ক্লাস চালু করা হয়েছে।
- ৫টি বিদ্যালয়ে জাতীয় সংগীত পরিবেশন ও শপথ পাঠে নেতৃত্বদানকারীদের ৫০টি উত্তরীয় ও ব্যাচ প্রদান করা হয়েছে।
- ১৭টি বিদ্যালয়ে মনীষীদের বাণী, শ্লোগান ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক তথ্য দিয়ে দেয়াললিখন করা হয়েছে।
- ১৫টি বিদ্যালয়ে প্রতি সপ্তাহে সাংস্কৃতিক চর্চা করা হচ্ছে।
- ১৭টি বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের তৈরি উপকরণ, আঁকা ছবি দিয়ে শ্রেণিকক্ষ সজ্জিত করা হয়েছে।

ওয়াগ্‌গা ইউনিয়ন, কাপ্তাই, রাঙামাটি

- ১২টি স্কুলে শতভাগ শিক্ষার্থীদের ইউনিফর্ম নিশ্চিত করা হয়েছে।
- ১২টি স্কুলে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা হয়েছে।
- ১২টি স্কুলে নিয়মিত শিক্ষার্থী সমাবেশ করা হয়।
- ৬টি স্কুলে দলীয় লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে।
- ৪টি স্কুলে 'লুক এট মি' কর্নার স্থাপন করা হয়েছে।
- ৪টি স্কুলে স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন দেওয়া হয়েছে।
- ৩টি স্কুলে নৈতিকতা ও দেশপ্রেম সম্পর্কে অতিথি বক্তার মাধ্যমে আলোচনা করা হয়েছে।
- ৩টি স্কুলে পাঠাগার সহায়তা দেওয়া, ৬টি স্কুলে দেয়াল পত্রিকা এবং ৩টি স্কুলে মহানুভবতার দেয়াল স্থাপন করা হয়েছে।
- ১২টি স্কুলে বৃক্ষরোপণ এবং ১০টি স্কুলে বাগান করা হয়েছে।
- ৩টি স্কুলে সততা স্টোর এবং ৬টি স্কুলে লস্ট এন্ড ফাউন্ড কর্নার তৈরি করা হয়েছে।
- সব স্কুলে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা পরিস্থিতির উন্নয়ন হয়েছে।

সৈয়দপুর ইউনিয়ন, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম

- ৭টি স্কুলে বাগান তৈরি করা হয়েছে।
- ১টি স্কুলে বই ও উপকরণ দিয়ে লাইব্রেরি করা হয়েছে।
- ১টি স্কুলে নিরাপদ পানি সরবরাহের জন্য ফিল্টার দেওয়া হয়েছে।
- সব স্কুলে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা পরিস্থিতির উন্নয়ন হয়েছে।

চ্যালেঞ্জ

- নদীভাঙন-কবলিত ও হাওড়বেষ্টিত এলাকায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ, খারাপ যোগাযোগ ব্যবস্থা, দরিদ্রতা ও অসচেতনতার কারণে শিশুদের স্কুলগামী করা কষ্টসাধ্য।
- প্রকল্পের মেয়াদ মাত্র ৬ মাস বিধায় সকল বিদ্যালয়ে সকল কার্যক্রম নিখুঁতভাবে সম্পূর্ণ করা এবং আশানুরূপ ফল অর্জন করা বড় চ্যালেঞ্জ।
- ইউনিয়নের ক্যাচমেন্ট এরিয়া বড়, বিদ্যালয় থেকে বিদ্যালয়ের দূরত্ব বেশি ও বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেশি হওয়ায় একজন প্রকল্প কর্মকর্তার পক্ষে কাজটি যথাযথভাবে সম্পন্ন করা বেশ কষ্টসাধ্য।
- এ প্রকল্পের কাজটি শুরু হয়েছে এবং শেষ হবে এমন একটি সময়ে যে সময়ের মধ্যে রমজান মাস, দুইটি ঈদ ও পূজা, দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা, বঙ্গমাতা ফুটবল প্রতিযোগিতা ও বিভিন্ন ছুটি থাকায় কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জনে পর্যাপ্ত সময় না পাওয়া।

সুপারিশ

- প্রকল্পের মেয়াদ, বাজেট ও ব্যবস্থাপনায় জনবল বৃদ্ধি এবং এ কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা।
- এসএমসি ও পিটিএ কমিটির সদস্যদের দায়-দায়িত্ব এবং কর্মকেন্দ্রিক ও আনন্দদায়ক শিখন বিষয়ে ওরিয়েন্টেশনের আয়োজন করা।
- ইউনিয়নভিত্তিক একটি বিদ্যালয়কে মডেল করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- শিক্ষাসফর থেকে ফিরে আসার পর ইডিসি ও বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কমিটির প্রতিনিধি এবং শিক্ষকদের নিয়ে মতবিনিময় সভা আয়োজনে বাজেট বরাদ্দ রাখা।

আবু রেজা

ভাষণ দিচ্ছেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর-এর মহাপরিচালক ড. মোঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল, এনডিসি, পাশে উপবিষ্ট গণসাক্ষরতা অভিযান-এর নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে. চৌধূরী (ডানে), পিকেএসএফ-এর মহাব্যবস্থাপক মোঃ মশিয়ার রহমান (বামে)

'অভিযাত্রা' প্রকল্পের শেষ সমন্বয় সভা

এগিয়ে যাচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ

- ড. মোঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল, এনডিসি

"বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা ঘুরে দাঁড়িয়েছে। যেখানে দেশ এগিয়েছে শেখানে একটি অঙ্গের পিছিয়ে থাকা সম্ভব নয়। সরকারের সাংবিধানিক দায়িত্ব সকলের শিক্ষা নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্যে দেশ স্বাধীনের পরপরই প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সরকারের অনেক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ঝরে পড়ার হার কমেছে। আরো কমাতে হবে। এ কাজে সরকারও এগিয়ে আসবে। আপনাদেরও এগিয়ে আসতে হবে। সরকারের পরিপূরক শক্তি হিসাবে কাজ করতে হবে। উদ্ভাবনকে সরকারের অন্যতম চর্চায় রূপ দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। 'অভিযাত্রা' একটি উদ্ভাবন। একে এগিয়ে নেওয়া সরকারের দায়িত্ব।

শিক্ষার্থীদের আর পড়া মুখস্থ করানো নয়, তাদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে। নীতি-নৈতিকতা, মূল্যবোধ জাগিয়ে তুলতে হবে। স্থানীয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে স্কুলের উন্নয়নে সরকার বিকেন্দ্রীকরণের উদ্যোগ নিয়েছে। এর ফলে শুধু চুনঘর বা আড়পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় নয়। সারা দেশে এরকম অনেক স্কুল দাঁড়িয়েছে। সরকার 'শেয়ারিং বেস্ট প্র্যাক্টিস'-এর মাধ্যমে পিছিয়ে পড়াদের নিয়ে ভালো স্কুল দেখার সুযোগ করে দিয়েছে। ১৭ হাজার প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিকক্ষ গড়ে উঠেছে সরকারি অনুদান ছাড়াই। এগিয়ে যাচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা, এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ।"

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর-এর মহাপরিচালক ড. মোঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল, এনডিসি ১-২ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত পিকেএসএফ-এর সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন 'অভিযাত্রা' প্রকল্পের শেষ সমন্বয় সভার সমাপনী অধিবেশনে প্রধান অতিথির ভাষণে এসব কথা বলেন।

এ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে. চৌধূরী। তিনি বলেন, আমরা প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি মডেল তৈরির উদ্দেশ্যে পরীক্ষামূলকভাবে 'অভিযাত্রা' প্রকল্প বাস্তবায়ন করছি। এ প্রকল্পের আওতায় শিক্ষা উন্নয়ন কমিটির মাধ্যমে তৃতীয়-পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মান উন্নয়ন, ঝরে পড়া রোধ এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে নীতি ও মূল্যবোধ চর্চা ও দেশপ্রেম জাগ্রত করার জন্য আমরা কাজ করছি।

এ অধিবেশনে অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ-এর মহাব্যবস্থাপক মোঃ মশিয়ার রহমান, সহকারী মহাব্যবস্থাপক গোকুল চন্দ্র বিশ্বাস। মোঃ মশিয়ার রহমান বলেন, পিকেএসএফ আগে শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিয়ে কাজ করত। কিন্তু শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়ন হলেই মানবিক উন্নয়ন হয় না, মানুষের মর্যাদা বাড়ে না। মানবমর্যাদা বৃদ্ধির জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। মানুষ শিক্ষিত হয়েছে, কিন্তু মূল্যবোধ বাড়েনি। তাই প্রাথমিক পর্যায় থেকে মূল্যবোধ চর্চার কাজ শুরু করতে হবে। 'সমৃদ্ধি' প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা শিক্ষার উন্নয়নে এবং মানবমর্যাদা বৃদ্ধির জন্য কাজ করছি। এ প্রকল্পের আওতায় 'অভিযাত্রা'র মাধ্যমে সততা, নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও দেশপ্রেম বিকাশে কাজ করতে চাই।

গণসাক্ষরতা অভিযানের উপ-পরিচালক তপন কুমার দাশ সমন্বয় সভার উদ্বোধনী অধিবেশনে সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, আমরা ইউনিয়ন পর্যায়ে কমিটি গঠন করে কমিটির মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের কাজ শুরু করেছি। আশা করি সকল কাজ অক্টোবরের মধ্যে শেষ করব। শিক্ষামেলার মাধ্যমে কাজের ফলাফল তুলে ধরব। পিকেএসএফ 'সমৃদ্ধি' প্রকল্পের আওতায় 'অভিযাত্রা'র কার্যক্রম ভবিষ্যতেও চালিয়ে নেবে বলে আমরা প্রত্যাশা করি।

সমন্বয় সভায় প্রথম দিনে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ-এর সিনিয়র এডিটোরিয়াল এডভাইজার অধ্যাপক শফি আহমেদ। তিনি বলেন, 'সমৃদ্ধি'র মাধ্যমে গরিব পরিবারে সহায়তা দেওয়া হয়, যাতে কেউ পিছিয়ে না থাকে। এ প্রকল্পের আওতায় তৃতীয়-পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের সহায়তা করার জন্য পরীক্ষামূলকভাবে 'অভিযাত্রা' প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। আমি খুলনা ও মেহেরপুর অঞ্চল পরিদর্শন করে দেখেছি 'অভিযাত্রা'কে মডেল হিসেবে দাঁড় করানো সম্ভব।

'অভিযাত্রা' প্রকল্পের ফোকাল পার্সন ও প্রকল্প কর্মকর্তাগণ সভায় অংশগ্রহণ করেন। গণসাক্ষরতা অভিযানের পরিচালক তাসনীম আতহার, উপ-পরিচালক কে. এম. এনামুল হক, ব্যবস্থাপক (অর্থ ও প্রশাসন) প্রদীপ কুমার সেন-সহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা সভায় উপস্থিত ছিলেন। এ সমন্বয় সভায় প্রকল্প কার্যক্রমের অগ্রগতি, চ্যালেঞ্জ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, ফলাফল চিহ্নিতকরণ, আর্থিক প্রতিবেদন, শিক্ষামেলা আয়োজন বিষয়ে আলোচনা হয়।

আবু রেজা

গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক প্রাইমারি এডুকেশন নিউজলেটার 'প্রয়াস' প্রকাশিত হলো। এই পত্রিকাটির মান উন্নয়নে মতামত প্রদানের জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানানো হচ্ছে। এ ব্যাপারে যে কোনো ধরনের মতামত গণসাক্ষরতা অভিযান-এর ঠিকানায় পাঠানোর অনুরোধ রইল।

পিকেএসএফ-এর সহায়তায় 'অভিযাত্রা' প্রকল্পের আওতায় গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক
৫/১৪ হুমায়ুন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ৫৮১৫৩৪১৭, ৫৮১৫৫০৩১-২, ৯১৩০৪২৭, ফ্যাক্স : ৯১২৩৮৪২
ই-মেইল : info@campebd.org; ওয়েব : www.campebd.org
www.facebook.com/campebd, www.twitter.com/campebd